



222113 - যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁতৰে ফাঁকে আটকে থাকা খাবার কংবা ওয়ু করাकालে কুলরি কছি পানি গলি ফলে তार রোযা ভঙেগে যায়

---

প্রশ্ন

আমি শুচবায়ু (OCD) তে আক্রান্ত। রমযান মাসে আমি যখন ওজু করতাম তখন বেশি বেশি থুথু ফলেতাম, এই ভয়ে না জানি গলার ভেতরে পানি চলে যায়। একবার আমি স্নায়ুর উপর নয়িন্ত্রণ হারিয়ে ফলে ইচ্ছা করে পানি খিয়ে ফলেছে। এখন আমি এ গুনার কাফফারা বা প্রতকির কভাবে করতে পারি?

একবার রমযানে আমি ঘুমিয়ে ছলাম। আমার মা বাদাম শূকাতনে। সে বাদামগুলো তিনি আমার পাশে রেখেছিলেন। আমি অনুভব করলাম যে, আমার মুখে কছি একটা আছে; আমি জানি না, সটো খাদ্যরে অবশিষ্টাংশ; নাকি বাদাম। আমি উঠে গিয়ে কুলি করব এই অলসতা থেকে গলি ফলেছে। এখন আমার কি করণীয়?

অপর এক রমযানে আমার মুখরে ভেতরে কছি ওয়ুর পানি রিয়ে গিয়েছিলি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পানি গলি ফলেছে।

সর্বশেষে প্রশ্ন হচ্ছ- যবে ব্যক্তি উঠে গিয়ে কুলি করার অলসতা থেকে বমি গলি ফলেছে তার ব্যাপারে হুকুম কি?

আমি এখন স্তন্যদায়ী। আমি আল্লাহর কাছতে ওবা করছি। আমি কিভাবে আমার পাপরে কাফফারা বা প্রতকির করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রোযাদার যখন গড়গড়া কুলি করে তখন মুখ থেকে পানি ফলে দেয়া আবশ্যক। কুলি করার পর বারবার থুথু ফলো শরয়িতসম্মত নয়। এটি একটি বদ অভ্যাস; যা শুচবায়ু ও ইবাদতরে মধ্যে সন্দহের কারণ।

দখুন: 49005 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনি বলছেন: “একবার আমি স্নায়ুর উপর নয়িন্ত্রণ হারিয়ে ফলে ইচ্ছা করে পানি খিয়ে ফলেছে”।



- আপনি যদি এর দ্বারা বুঝতে চান যে, আপনার মুখে কুলরি যে পানিরয়ছে সেটো বা সেটোর কিছু অংশ গলি ফেলেছেন: তাহলে আপনার রোযা ভেঙে গেছে। এক্ষেত্রে আপনার উপর ফরয হল- তওবা করা এবং সে দিনের রোযার কাযা পালন করা।
- আর আপনি যদি এর দ্বারা বুঝতে চান যে, কুলিকরার পর মুখের পানি বাহিরে ফেলে দিয়ে থুথু গলি ফেলেছেন: তাহলে আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। বুজাইরমি (রহঃ) তার ‘হাশিয়াতে’ (২/৩৭৮) বলেন: “গড়গড়া কুলিকরার পর থুথু ফেলে দিয়ে সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও গলি ফেললে কোন অসুবিধা নাই। যহেতু এর থেকে বঁচে থাকা কঠিন।”[সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে আপনি বলছেন: “আমার মুখের ভেতরে ওয়ুর কিছু পানিরয় গিয়েছিল”:

- যদি এই পানিটি কুলরি পানি হয় তাহলে আপনার রোযা ভেঙে গেছে। আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে।
- আর যদি কুলিকরার পর ও মুখ থেকে পানি ফেলে দেয়ার পর মুখে যে আর্দ্রতা থাকে সেটো হয়ে থাকে: তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়।

তনি:

যদি কেউ তার দাঁতের মাঝে আটকে থাকা খাবার ইচ্ছাকৃতভাবে গলি ফেলে; যা সে বের করে ফেলতে সক্ষম, তাহলে এর দ্বারা তার রোযা ভেঙে গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলি ফেলে; যমেন থুথুর সাথে গলার ভেতরে চলে গেলে, এটাকে ফরীতে পারল না; তাহলে তার রোযা সহি। তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়।

প্রশ্নকারী বোনের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থাকা খাবার গলি ফেলেছেন এবং উঠে গিয়ে মুখ পরিস্কার করতে অলসতা করছেন। যদি সেটো রাতের বেলায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি ফজর হওয়ার পর ঘটে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি সে দিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে।

চার:

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে এসেছে; তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়, তার রোযা সহি। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে রোযাটি কাযা পালন করতে হবে।

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর তিনি বমি গলি ফেলেছেন; যদি তিনি সেটো অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকেন তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গলি ফেলেন তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেলে এবং তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক। স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট



হয়ে যাবে। আর যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফলেলেও রোযা নষ্ট হবে না। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়িমি (১০/২৫৪)]

সারকথা:

আপনার উপর ফরয হচ্ছে—

যে দিনগুলোর রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করছেন সেগুলোর কাযা পালন করা; সটো মুখে থাকা পানি গিলে ফেলোর মাধ্যমে হোক, যে পানি থুথুর পানিনিয়; কারণ থুথুর পানি গিলে ফলেলে রোযা ভাঙবে না কথিবা মুখে থাকা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ গিলে ফেলোর মাধ্যমে হোক কথিবা মুখে চলে আসা বমি গিলে ফেলোর মাধ্যমে হোক। আপনি এমন দিনগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করবেন। পাশাপাশি স্বচ্ছায় আপনি যা করছেন সটোর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করবেন।

এ রোযাগুলোর কাযা পালন করা দুধ পান করানোর ময়োদ শেষে হওয়ার পর ফরয হবে। কারণ স্তন্যদায়ী নারীর জন্য রোযা রাখাটা কষ্টকর হলে কথিবা এতে নজিরে স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে কথিবা সন্তানরে স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে দুধ পান করানোর ময়োদরে মধ্যমে কাযা রোযা পালন করা তার উপর ফরয নয়।

আর আপনি কঠনি শুচবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং স্নায়ুবকি চাপে থাকা: আমরা আশা করছি এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ নই। তবে, ওয়াসওয়াসা বা শুচবায়ু রোধ করার চেষ্টা করা আবশ্যকীয় এবং এটার প্রতি ভ্রুক্ষেপে না করা। কারণ শুচবায়ুর চকিৎসার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে— এটাকে গুরুত্ব না দ্যো ও এর প্রতি ভ্রুক্ষেপে না করা এবং এর চাহিদামাফকি কছু না করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।